২৯-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মনমনাভবের ড্রিল (নিরন্তর বাবাকে স্মরণ) সদা করতে থাকলে একুশ জন্মের জন্য নিরোগী হয়ে যাবে "

প্রশ্ন:-সত্গুরুর কোন্ শ্রীমত পালনে গুপ্ত পরিশ্রম করতে হয় ?

উত্তর:- সত্গুরুর শ্রীমত হল যে মিষ্টি বাচ্চারা এই দেহকে ভুলে অর্থাৎ নিজেদের আত্মা বুঝে আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করো । নিজেকে এক আত্মা বোঝো । দেহী অভিমানী (আত্মা) থাকার পুরুষার্থ করো । সকলকে অশরীরী স্থিতি অভ্যাস করতে বলো । দেহ সহিত দেহের সর্ব ধর্মকে ভুলে তোমাদের পবিত্র হতে হবে । এই শ্রীমত পালনেই বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হয় । ভাগ্যবান বাচ্চারাই এই গুপ্ত পরিশ্রম করতে পারে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা ভাই-বোনেদের ড্রিল শেখাতে বসেছে । এটি কোন ড্রিল? এই ড্রিলে বাচ্চাদের কিছু বলতে হয় না, যেমন শারীরিক ড্রিলে কথা বলতে হয় । সুপ্রীম শিক্ষক (শিববাবা) যিনি, তিনি গীতার ভগবানও, তিনিই বাচ্চাদের বসে ড্রিল শেখাচ্ছেন । এখানে ড্রিল হলো গুপ্ত । এই কারণে ড্রিল শেখানো হয় যাতে ছাত্র ছাত্রীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই মনমনাভবের ড্রিল দ্বারা একুশ জন্মের জন্য আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবো । কখনও অসুস্থ হবো না । তাহলে কত ভালো হয় এই রুহানী (আত্মিক) ড্রিল । বাবা বোঝান মনমনাভব, এতে বলার কোনো দরকার নেই । শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা বুঝতে বোঝানো হয় । দেহী অভিমানী ভব ! ভব-র অর্থই হল বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা এভারহেল্দী হয়ে যাবে । কল্পে পূর্বেও আমরা আত্মারা এই রুহানী ড্রিল দ্বারা এভারহেল্দী হয়েছিলাম । রুহানী ড্রিল, রুহানী বাবা পরমপিতা পরমাত্মা শিবই শেখান । ভগবান তো ওঁনাকে বলা হয় , যাঁর পূজো করা হয় । শিবায় নমঃ বলা হয়, তাইনা । ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ , শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয় । এই রুহানী ড্রিল কোনো শরীরধারী মানুষ শেখায় না । এরকম নয় যে , তোমাদের এই ড্রিল ব্রহ্মা শেখাচ্ছেন । না, যদিও তোমাদের ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলা হয় , কিন্তু চিঠিতে লেখা হয় শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা । তাই সেটা গুপ্ত হয় , কিন্তু মানুষ কি করে জানতে পারবে যে ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা । সেই কারণে সমগ্র দুনিয়ার মানুষই তাঁর সন্তান, প্রজাপিতা হন , তাই না ! নিরাকার বাবাই আমাদের ড্রিল শেখান আর এ সব হলো গুপ্ত । গুপ্ত হওয়ার কারণেই লোকেদের বোঝাতে কষ্ট হচ্ছে । ব্রহ্মাকে তো ভগবান বলা হবে না । এখানে নাম দেখানো হয় ব্রহ্মাকুমার কুমারী অর্থাৎ ব্রহ্মার সন্তান । যখন কেউ আসে তখন তাদের বোঝাতে হয় যে নতুন দুনিয়ার রচনাকারী ব্রহ্মা নন, স্বয়ং নিরাকার বাবা শিববাবা , যিনি ব্রহ্মা দ্বারা রচনা করেন । যেমন সুপ্রীম আত্মার (সোল) রচনা হয়েছে । তোমরা পত্রে লেখো শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা, তো এটাও হল স্মরণে রাখার উপায় । শিববাবা এইসব ব্রহ্মা দ্বারা শেখাচ্ছেন । ব্যস, শুধু বলা হয় মনমনাভব করতে আর কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না । শুধু বলা হয় যে যদি তোমরা নিজেদের উন্নতি চাও আর সত্য খন্ডের মালিক হতে চাও , তাহলে সত্যখন্ড স্থাপন করেন যিনি, সেই সত্য বাবাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করো । বেহদের বাবা-ই এসে বাচ্চাদের বলেন যে আমায় স্মরণ করলে তোমরা পাপ মুক্ত হবে । কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হয়

না, শুধুমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই পতিতপাবন হয় না , আর কারোরই নাম নেওয়া যাবে না । সবাই ওঁনাকে গডফাদারই বলবে । সবাই ওঁনাকে বাবা বলে , তাহলে ওঁনাকে সর্বব্যাপী কিভাবে বলা হবে ? মানুষ এইসব জানে না যে, বাবা আসেনই সকলকে মুক্তি দিতে । তাই তারা কল্পের আয়ু উল্টো লিখে রেখেছে । এবার বাচ্চাদের এই রুহানী ড্রিল করতে হবে । জ্ঞান তো প্রাপ্ত হয়েছে । যখন তোমরা নিজেদের আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করবে তখন তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । সামনে শিক্ষক থাকলে একটু শোভনীয় দেখায় । নিয়ম আছে যে ড্রিল করানোর জন্য শিক্ষকের অবশ্যই দরকার হয় । কেউ বড় শিক্ষক হয় তো কেউ ছোট শিক্ষক । এবার তোমাদের পরীক্ষা নেওয়ার কোনও দরকার নেই কারণ তোমরা নিজেরাও জানো যে আমরা কত সময় মোস্ট বিলাভড বাবাকে স্মরণ করি । ব্রহ্মা মোস্ট বিলাভড হয় না । বিলাভড মোস্ট তিনি হন, যিনি সদা পাবন হন । তোমরা বাচ্চারা জানো সবচেয়ে আদরের কে ? মানুষ পরমাত্মাকে হে দুঃখহর্তা, হে সুখকর্তা বলে স্মরণ করে । ওঁনাকে মুক্তিদাতাও বলা হয় অর্থাৎ দুঃখের থেকে মুক্ত করান যিনি । বাচ্চাদের এবার ভালো রকম পুরুষার্থ করতে হবে । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এই দুনিয়া পবিত্র অবশ্যই হবে আর পবিত্র দুনিয়া হওয়ার জন্য আগুনও লাগাতে হবে । এবার এটাও তোমরা জানো যে আগুন কিভাবে লাগবে ! বিনাশ না হলে পবিত্র দুনিয়া হবে না । এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ .... রুদ্র আর শিবের কোনো তফাত হয় না । কিন্তু শিব নামটি হল মুখ্য । বাকী তো সবাই নিজ নিজ ভাষায় অনেক নাম রেখেছে । আসল নাম হল শিব । শিব জয়ন্তীও পালিত হয় । ভারতে শিবজয়ন্তী খুবই বিখ্যাত । বেহদের বাবার শিবজয়ন্তী হয় তো আসেও অনেক । শিববাবার নাম উচ্চ হয় । তিনিই ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করেন । তাই উচ্চ থেকে উচ্চ বাবাকে স্মরণ করতে হয় । উচ্চ থেকে উচ্চ ব্রহ্মা হন না । বাস্তবে ব্রহ্মা উচ্চ থেকে উচ্চ তৈরী হন আবার নীচেও নামেন । তোমরা বি. কে.রাও নীচে নেমেছিলে , এবার উচ্চ তৈরী হচ্ছ । এবার তোমরা উচ্চ বাবার ঘরে যাবে । এই সময়ে তুমি ত্রিকালদর্শী তৈরী হচ্ছ । তোমরা নিজেরাও জানো যে আমরাই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী । আমরা ব্রহ্মান্ড আর সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনেছি । ব্রহ্মান্ড অর্থাৎ উচ্চ, যেখানে সকল আত্মারা নিবাস করে । দুনিয়ায় আর কেউই নেই যে বোঝাবে মুলবতনে আত্মারা থাকে । বিশ্ব আর ব্রহ্মান্ড দুটো আলাদা আলাদা হয় । আত্মারা থাকে নির্বানধামে, যাকে শান্তিধামও বলা হয় । সব আত্মাদেরই সেই জায়গাটা খুবই পছন্দের হয় । আসল নাম হল নির্বানধাম অথবা শান্তিধাম । আত্মার স্বরূপ হল শান্ত । এক হল শান্তিধাম, তারপর হল মুভী ধাম আর এটী হল টকি ধাম । মুভীধামে কেউ বেশী থাকে না । শান্তিধামেই বেশী থাকা হয় আর কোনো স্থান নেই । আত্মা যখন বাবাকে আর নিজের ঘরকে স্মরণ করে , তখন ওপরদিকে দেখে স্মরণ করে । মাঝের ধামকে তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না । মানুষের তো এত জ্ঞান হয় না । তারা শুধু বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর সূক্ষ্ম বতনে থাকেন । বাকী তাদের অক্যুপেশন সম্বন্ধে কিছুই জানে না । চুরাশী জন্ম গ্রহণ করেন । ব্রহ্মা আবার বিষ্ণু, বিষ্ণুই আবার ব্রহ্মা হন । এটা হল লীপ যুগ । এই যুগ অল্প সময়ের হয় । যেমন পুরুষোত্তম মাস বলা হয় । তোমাদের হীরের মতন উত্তম জন্ম এটি । শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া সবচেয়ে উত্তম । ব্রাহ্মণ হলেই তো দাদুর নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত করার অধিকারী হও । বাবা বাচ্চাদের বলেন সদৈব মনমনাভব । বাবার ম্যাসেজ সবাইকে দিতে থাকো । বাবাকে তো বলাই হয় ম্যাসেঞ্জার অথবা পয়গম্বর, আর কেউ তো ম্যাসেঞ্জার অথবা পয়গম্বর হয় না । ধর্ম স্থাপনকারীরা এসে ধর্মের স্থাপন করে । পয়গম্বর শুধুমাত্র একজন হন , যিনি এসে তোমাদের পবিত্র হওয়ার খবর দেন । তাঁরা (ধর্ম স্থাপনকারী) আসেন ধর্ম স্থাপন করতে , তাঁরা কোনো ফেরত নিয়ে যাওয়ার গাইড নন । একজনই তো হন, যিনি

সদ্গতি দেন । সত্য বলেন যিনি, সত্যের পথ দেখান যিনি, তিনিই হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব । বাচ্চাদের তাই গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে । এখন তোমরা জানো যে আমাদের এই দেহকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শরীর হারালে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াই হারিয়ে যায় । আত্মা একলা হয়ে যায় । বাবা বলেন যে দেহী অভিমানী হও তাহলে আর কোনো আত্মীয় স্বজন স্মরণে আসবে না । আমরা হলাম আত্মা, আমরা বাবার সাথে ঘরে যাব । বাবা রায় দেন যে তোমরা আমার কাছে কিভাবে আসতে পারো । বাবা হলেন সবচেয়ে নামী । বাবা গাইড হয়ে সকল আত্মাদের মশার মতন করে ফেরত নিয়ে যান । এইসব যথার্থ জ্ঞান শুধু তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমাদের পান্ডবসেনাও বলা হয় । পান্ডবরা হলেন স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমপিতা পরমাত্মা , যিনি তোমাদের বাচ্চাদের ড্রিল শেখান । হুবহু কল্প পূর্বে যেমন হয়েছিল । যখন বিনাশ হবে , তখন সব আত্মারা শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে । সত্যযুগে অল্পই আত্মা হয় , তাই এক রাজ্য হয় । এখন অনেক আছে কিন্তু পরে এক হবে । এইসব জ্ঞান সারাদিন বুদ্ধিতে রেখে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। প্রদর্শনীতেও বাচ্চাদের বোঝাতে হবে । যখন নিউ দিল্লি ছিল, তখন ভারত নতুন ছিল । একটাই আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্ম ছিল । আদি সনাতন কোনো হিন্দু ধর্ম ছিল না । আমরা ব্রাহ্মণরাই দেবতা তৈরী হই । অন্য ধর্মের লোকেরা তো এইসব মানবে না । যারা প্রথমে আসে , তারাই চুরাশীতম জন্ম গ্রহণ করে । এইসব খুবই সহজ, বোঝারই কথা। এবার তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে নাটক পুরো হওয়ার কথা । সব অভিনেতারা বিশ্বের নাট্য মঞ্চে হাজির হয়েছে । চুরাশীতম জন্ম পুরো প্লে করেছো , এবার ঘরে ফেরার পালা । কারণ অনেক ক্লান্ত বোধ করছো , তাই না! ভক্তি মার্গ হলো ক্লান্তির পথ । বাবা বলেন যে এবার আমায় স্মরণ করে অন্যদের খবর দাও যে দেহ সহিত দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । অশরীরী হও , তাহলেই পবিত্র হবে কারণ এবার ঘরে ফিরতে হবে । মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এখানেও বাচ্চারা বাবার কাছে রিফ্রেশ হতে আসে । বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা দেহ অভিমান ছেড়ে মামেকম স্মরণ করো । এই পুরানো দুনিয়া এবার শেষ হবে । তোমরা এক বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হবে তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । পরিশ্রম না করলে তো ফলও (পারিশ্রমিক) প্রাপ্ত করবেনা । তারপর আবার শাস্তি খেতে হবে । বাবা বলেন যে নিজের উপার্জন জমা করতে থাকো আর অন্যদেরও নিমন্ত্রণ দাও । বাবার সাথে মিলিত হওয়ার পথ বলো। তোমাদের বাচ্চাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে । আত্মীয় স্বজনদেরও কল্যাণ করতে হবে ।এখানে তোমাদের দেহী অভিমানী (আত্মা) বানানো হয় । মহামন্ত্র দেওয়া হয় । প্রাচীন যোগ বাবাই এসে শেখান , যার জন্য গায়ন আছে যে যোগ অগ্নির দ্বারাই পাপ ভস্ম হবে । কল্পে পূর্বেও এই ইশারা দেওয়া হয়েছিল । বাবা ইশারা দেন যে নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করো । গায়ন আছে যে আমি তোমার আশ্রয়ে আছি। এমনিও হয় যে যখন কেউ দুঃখী হয় তখন সে উচ্চ শক্তিমানের আশ্রয়ে যায় । এখানে তো প্র্যাক্টিক্যালে সবকিছু হয় । যখন অনেক দুঃখ দেখে আর সহ্য করতে পারে না, অসহায় হয়ে যায় তখন পালিয়ে তারা বাবার আশ্রয় নেয় । সদ্গতি তো বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না । বাচ্চারা জানে যে পুরানো দুনিয়া এবার বিনাশ হবে । তৈয়ারী চলছে , একদিকে তোমাদের স্থাপনার তৈয়ারী আর অন্যদিকে বিনাশের তৈয়ারী । স্থাপনা হয়ে গেলেই বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন স্থাপনা করাতে , আর ওঁনার দ্বারা অধিকারও অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । বাকী প্রেরণার দ্বারা কোনো কাজ হয় না । শিক্ষককে কি বলা হবে যে আমরা প্রেরণার দ্বারা পাঠ পড়বো ? প্রেরণার দ্বারা যদি সবকিছু হয়, তাহলে শিব জয়ন্তী পালন করা হয় কেন ? প্রেরণার দ্বারা যারা

কাজ করে, তাদের শিব জয়ন্তী পালন করার দরকার নেই । জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মদিন তো সকল আত্মাদেরই হয় । আত্মারা সবাই জীব আত্মা হয় । আত্মা আর শরীর একসাথে মিলিত হয়ে পার্ট প্লে করতে নামে । আত্মার তো স্বধর্ম হলো শান্ত আর আত্মাই জ্ঞান ধারন করে । আত্মাই ভালো মন্দের সংস্কার নিয়ে চলে । বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা । সেখানে পবিত্রতাই আসল , অপবিত্রতার লেস মাত্র থাকেনা । এইসব হলো বিষয় সাগর । কত পরিস্কার ভাবে বোঝানো হয়, তারপরও কারোরই বুদ্ধিতে থাকে না, কিন্তু তুমি কাউকেই দোষ দাও না । সকলেই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ আছে । তুমি বোঝো যে সীড়ি দিয়ে ওপর থেকে নীচে নামা হয় । ড্রামা অনুসারে আমাদের নীচে নামতেই হয়, বাবা বলেন যে তোমাদের ওপরে ওঠার জন্য এবার পুরুষার্থ করতে হবে , কিন্তু যাদের ভাগ্যে থাকে না, তারা এমনি বলে । যারা এমনি বলে তাদের দেখে বোঝা যায় যে এদের ভাগ্যে নেই । দু-চার বছর চলতে চলতে পড়েও যায় । অনুভবও করে যে আমরা বড় ভুল করেছি । বড় চোট খেয়েছি । এইসব হয় অর্দ্ধ কল্পের রোগ, কম নয় । অর্দ্ধকল্পের রোগী হয়। ভোগী হতে হতে রোগী হয়ে যায় । তাই বাবা এসে পুরুষার্থ করান । কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয় । এই সময়ে তোমরা হলে সত্যিকারের যোগী, আর যোগেশ্বর তোমাদের যোগ শেখাচ্ছেন । তুমি জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরও হচ্ছ, আবার হবে রাজ-রাজেশ্বর । জ্ঞান দ্বারা তুমি ধনবান হও আর যোগ দ্বারা নিরোগী এভরহেল্দী তৈরী হও । অর্দ্ধেক কল্পের জন্য তোমাদের সব দুঃখ দূর হয় । তাই এসবের জন্য কতটা পুরুষার্থ করা দরকার! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার:-

১) পবিত্র হওয়ার জন্য অশরীরী স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করার কথা সবাইকে বলতে হবে । দেহ সহিত সবকিছু ভুলতে হবে ।
২) যোগেশ্বর বাবার কাছ থেকে যোগ শিখে সত্যিকারের যোগী হতে হবে, জ্ঞান দ্বারা নিরোগী এভরহেল্দী হতে হবে ।

বরদান:- প্রতিটি শিক্ষাকে স্বরূপে ধারণ করে প্রমাণ সাপেক্ষে সুপুত্র বা সাক্ষাৎকার মুরত ভব !

যে বাচ্চারা শিক্ষাকে শুধুমাত্র শিক্ষার রীতি দ্বারা বুদ্ধিতে না রেখে, স্বরূপে ধারণ করে, তারা জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকে । তারা প্রতিটি পয়েন্টকে স্বরূপে ধারন করে (implement করে) আর ঐ পয়েন্ট রূপে স্থিত হয়ে যায় । পয়েন্টসকে মনন করা অথবা বর্ণন করা খুবই সহজ কিন্তু স্বরূপ হয়ে অন্য আত্মাদেরও স্বরূপের অনুভব করানো -- এটা হল প্রমাণ দেওয়া অর্থাৎ সুপুত্র বা সাক্ষাৎকার মুরত হওয়া ।

স্লোগান -- একাগ্রতার শক্তিকে বাড়ালে মন বুদ্ধির এদিক ওদিক বিচরণ করা বন্ধ হয়ে যাবে ।